মুখবন্ধ

ত্রয়োদশ শতকে (১২০৪ খৃষ্টাব্দ) ইখতিয়ার আল-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক লখনওতী বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত এক যুগান্তকারী ঘটনা। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এক বিশাল এলাকা দিল্লীর সুলতানদের অধীনে শাসিত হতে থাকে। অর্থাৎ সমগ্র বাংলার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় পর্যায়ক্রমে আরও অনেক সময় লেগেছিল। যাহোক, মুসলিম বাংলার শাসনামলকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ঃ ৬০৩-৭৩৯ হিজরী/১২০৪-১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে বাংলা শাসিত হয়েছে মূলতঃ দিল্লীর সুলতানদের দ্বারা নিয়োগকৃত শাসকদের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ৭৩৯-৯৪৫ হিজরী/১৩৩৮-১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন সুলতানদের দ্বারা।

তৃতীয় পর্যায়ঃ ৯৪৫-৯৮৪ হিজরী/১৫৩৮-১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শূর ও আফগানদের দ্বারা।

চতুর্থ পর্যায়ঃ ৯৮৪-১১৪০ হিজরী/১৫৭৬-১৭২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল শাসকদের দ্বারা।

পঞ্চম পর্যায়ঃ ১১৪০-১১৭৯ হিজরী/১৭২৭-১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পূর্ব পর্যন্ত নবাবদের দ্বারা। এবং

ষষ্ঠ পর্যায়ঃ ১১৭৯-১২৭৫ হিজরী/১৭৬৫-১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা।

১২০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয়শত বাষট্টি বছরের মুসলিম বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বিশেষ করে পাল-সেন আমলের বাণিজ্যিক বন্ধ্যাত্ব অপসারিত হয় এবং আন্তঃ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নবযুগের সূত্রপাত ঘটে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো এবং সর্বোপরি মুদ্রার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য এবং মুসলিম শাসকদের টাকশাল বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ফলে গড়ে উঠেছে অনেক টাকশাল নগরী। বলা বাহুল্য যে, বাংলার নগরায়নে, অর্থনৈতিক কাঠামো ও মুদ্রা ব্যবস্থায় টাকশাল নগরীগুলোর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

"মুসলিম আমলে বাংলার টাকশাল নগরী, ১২০৪-১৮৫৮ খ্রীঃ একটি মুদ্রা ভিত্তিক অনুসন্ধান" শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা উপসংহারসহ মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা। এ অধ্যায়টি আবার ৩টি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত।

(ক) বাংলার সংজ্ঞা। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বাংলার প্রধান প্রধান জনপদের বিবরণসহ কিভাবে জনপদগুলো 'বঙ্গ' জনপদের সাথে একীভূত হয়ে জাতিসত্ত্বা বা রাষ্ট্রসত্ত্বা লাভ করে তা এ উপ-অধ্যায়ে দেখান হয়েছে।

(খ) ঐতিহাসিক বিকাশঃ প্রাচীনকালের বাংলা পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, সুহ্ম, সমতট, হারিকেল প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। শাসকের ক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধির সাথে সাথে জনপদগুলোর সীমানার সংকোচন ও সম্প্রসারন পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে উক্ত জনপদসমূহ কিভাবে একটি বৃহৎ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তা ধারাবাহিকভাবে এ অংশে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

(গ) অর্থনৈতিক কাঠামো ও মুদ্রা ব্যবস্থা। এ উপ-অধ্যায় পাল-সেন আমলের বাণিজ্যিক বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে কিভাবে বাংলা আন্তঃ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ স্থান দখল করে তা তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। পাশাপাশি মুসলিম শাসকদের মুদ্রা প্রবর্তনের ঐতিহ্য ও টাকশাল বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত করণে কি ভূমিকা রেখেছিল এবং উক্ত সময়ের মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কেও এ অংশে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নগর নির্মাণের সাধারণ তত্ত্ব ও টাকশাল নগরীর অবস্থান। বিশ্বের প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগর নির্মাণের সাধারণ তত্ত্বের সাথে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগর নির্মাণের সাধারণ তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা এবং নগর নির্মাণের ধারায় টাকশাল নগরীর অবস্থান অর্থাৎ কোন কোন ধরণের নগরে টাকশাল স্থাপিত হত তা এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলার টাকশাল নগরী। এ অংশে টাকশাল নগরীর উৎপত্তি, সংজ্ঞা এবং বাংলার টাকশাল নগরীগুলোর গড়ে উঠার কারণ, ঐতিহাসিক পরিচিতি এবং বাংলার নগরায়নে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে টাকশাল নগরীসমূহের ভূমিকা নিরূপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরে সংরক্ষিত অপঠিত ও অপ্রকাশিত মুদ্রা। এ অধ্যায়ে আলোচ্য সময়ের বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরে সংরক্ষিত অপঠিত ও অপ্রকাশিত শতটি মুদ্রার একটি তালিকা উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ টাকশাল ভিত্তিক মুদ্রার তালিকা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ অধ্যায়ে টাকশাল ভিত্তিক মুদ্রা তালিকা উপস্থাপনের শেষে আলোচ্য সময়ের মুদ্রার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ উপসংহার। এ অধ্যায়ে "মুসলিম আমলে বাংলার টাকশাল নগরী, ১২০৪-১৮৫৮ খ্রীঃ একটি মুদ্রা ভিত্তিক অনুসন্ধান" শিরোনামের উপর লিখিত অভিসন্দর্ভের ৫টি অধ্যায় থেকে প্রাপ্ত

উপাত্তসমূহ পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে একটি উপসংহার প্রস্তুত করে গবেষণার ফলাফল তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

অত্র অভিসন্দর্ভ রচনায় মুখ্য ও গৌণ দু'টি উৎসই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকাশিত বিভিন্ন মুদ্রা তালিকা বিশেষ করে বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরে সংরক্ষিত অপঠিত ও অপ্রকাশিত মুদ্রাগুলোকে মুখ্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর গবেষণার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, পত্র-পত্রিকাকে গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অত্র অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরে সংরক্ষিত অপঠিত ও অপ্রকাশিত মুদ্রা তালিকা প্রস্তুতের পাশাপাশি লিখিত উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করে সেগুলি সমালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে বিন্যাসের চেষ্টা করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট হিজরী ও খৃষ্টাব্দ সনের তুলনামূলক তালিকা, আরবী-বাংলা প্রতি বর্ণায়ন এবং পরিশিষ্ট-১ এ টাকশাল নগরীর অবস্থানসহ বাংলার মানচিত্র ও পরিশিষ্ট-২ এ অধ্যায়-৪ এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রার আলোকচিত্র সংযোজিত হ'ল।

গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমি এই গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।